১ম থিষলনীকীয় পত্রের প্রেক্ষাপট

প্রেরিত ১৭ অধ্যায় ১-৯ পদ

আজ থেকে আমরা থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের লেখা দুটি পত্রের অধ্যয়ন শুরু করব। থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের প্রথম পত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করার আগে প্রথমে আমরা পত্রটির প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব।

নতুন নিয়মের বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে এটি একটি অন্যতম পুরাতন বই বা পত্র। যীশু খ্রীস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর মাত্র ২০ বৎসরের মধ্যে পত্রটি লেখা হয়েছিল। পত্রের শুরুতে সীলের নামের উল্লেখ থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, পৌলের ২য় মিশনারী যাত্রার সময় পত্রটি লেখা হয়েছিল। কারণ, পৌলের তৃতীয় যাত্রায় সীলকে আমরা দেখতে পাই না (প্রেরিত ১৮:৫ পদের পরে সীলের কথা আমরা কোথাও পাই না)।

১থিষ. ২:১৭ পদ অনুসারে, থিষলনীকীতে অল্প সময়ের জন্য সুসমাচার প্রচার করার পর, পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের ত্যাগ করেছিল। কিন্তু **১থিষ. ১:১-২** পদে আমরা দেখতে পাই যে, আথীনীতে (এথেন্সে) থাকাকালীন পৌল তীমথিয়কে থিষলনীকীতে পাঠিয়েছিল যেন তীমথিয় সেখানে গিয়ে বিশ্বাসীদের সুস্থির করে। ফলস্বরূপ, তীমথিয় থিষলনীকীতে যায় এবং সেখানে বিশ্বাসীদের সুস্থির করে এবং **১থিষ. ৩:৬** পদানুসারে, তীমথিয় সেখানে থেকে পৌলের কাছে (অর্থাৎ আথীনীতে) ফিরে এসে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও প্রেমের শুভ সংবাদ পৌলের কাছে পৌঁছে দেয়। আবার, **প্রেরিত ১৮:১-৫** পদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পৌল যখন আথীনী থেকে করিন্থে উপস্থিত হয়েছিল (১ পদ), তখন সীল ও তীমথিয় মাকিদনিয়া থেকে এসে পৌলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। পৌলের থিষলনীকী ত্যাগ করার (**১থিষ. ২:১৭**) কয়েক মাসের মধ্যে এই সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এখন, **১থিষ. ৩:৬** পদ থেকে আমরা বলতে পারি যে, থিষলনীকী থেকে ফিরে পৌলের সঙ্গে তীমথিয়ের সাক্ষাৎ ঘটবার পর পত্রটি লেখা হয়েছিল। কিন্তু, পৌলের সঙ্গে তীমথিয়ের এই সাক্ষাৎ আথীনীতে ঘটার পর, না-কি করিন্থে ঘটার পর পত্রটি লেখা হয়েছিল, তা আমাদের দেখতে হবে। পত্রের বিষয়বস্তু থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, আথীনীর পরিবর্তে করিন্থ থেকে এই পত্র লেখার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ, পত্রে থিষলনীকীর অনেক বিশ্বাসীর মৃত্যু হবার কথা বলা হয়েছে (৪:১৩), তার থেকে ধরা যেতে পারে যে, কিছুটা সময় গত হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, বিশ্বাসীদের মধ্যে যীশুর ২য় আগমন সম্বন্ধে বিভিন্ন অদ্ভুৎ চিন্তা তৈরী হয়েছে, তাদের মধ্যে ইহূদী রটনা ও পরজাতীয় তাড়না শুরু হয়েছে। আবার, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের খ্যাতি সর্বত্র ব্যপ্ত হবার কথা (১:৮; ৪:১০) পৌল লিখেছে। এই সমস্ত বিষয় ঘটবার জন্য কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই, আথীনী থেকে নয়, কিন্তু করিন্থ থেকেই পৌল এই চিঠিটি লিখেছিল। কিন্তু করিন্থে পৌল প্রায় দেড় বৎসর ছিল (প্রেরিত ১৮:১১); সেই দেড় বৎসরের শেষের দিকে পৌল যদি এই চিঠি লিখত, তাহলে ১থিষ. ২:১৭ পদে অল্প সময়ের জন্য থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের থেকে তার পৃথকীকরণের কথা পৌল লিখতে পারত না। তাই, ধরা যেতে পারে যে, পৌল করিন্থে পৌঁছানোর পর, যখন সীল ও তীমথিয় পৌলের সঙ্গে সেখানে দেখা করেছিল (প্রেরিত ১৮:৫) তখন পৌল এই চিঠি লিখেছিল।

প্রেরিত ১৮:১২ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল যখন করিন্থে দেড় বৎসর যাবৎ পরিচর্যা করছিল, তখন গাল্লিয়ো *(Gallio)* আখায়ার দেশাধ্যক্ষ *(proconsul)* ছিল। এখন, করিন্থের কাছে ডেলফির একটি প্রস্তরফলকে এই কথা লিখিত আছে যে, ৫২ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে গাল্লিয়ো করিন্থের দেশাধ্যক্ষ ছিল। এখন, দেশাধ্যক্ষরা যেহেতু গ্রীষ্মকালে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করত, তাই ধরা যেতে পারে, গল্লিয়ো তার কর্মভার ৫১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে গ্রহণ করেছিল। এখন, গাল্লিয়ো তার দায়িত্ব গ্রহণ করার অল্প পরে বিচারের জন্য পৌলকে তার সামনে আনা হয় (প্রেরিত ১৮:১২-১৭)। তাই, ধরা যেতে পারে যে, গাল্লিয়ো দায়িত্বভার গ্রহণ করার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই পৌল করিন্থে উপস্থিত হয়েছিল, যেখান থেকে সে এই পত্র লিখেছিল। তাই, ধরা যেতে পারে যে পত্রটি ৫০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে অথবা ৫১ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে লিখিত হয়েছিল।

রাতে একটি দর্শনে একজন মাকিদনীয় লোকের বিনতির (প্রেরিত ১৬:৯-১০) উত্তরে পৌল এশিয়া-মাইনরে সুসমাচার প্রচার বন্ধ করে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই সময় পৌলের সঙ্গে ছিল সীল, তীমথিয় ও লূক। আরও অন্যরাও পৌলের সঙ্গে থাকতে পারত, কিন্তু আমরা তাদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বিষয় জানি না। পৌলের সুসমাচার প্রচারের পন্থা অবলম্বন করে, এই দলের লোকেরা তাদের সুসমাচার প্রচারের কেন্দ্রের সন্ধান শুরু করে, যেখান থেকে সুসমাচার চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। প্রথমে ফিলিপীতে তারা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে কিন্তু সেখানে তাদের কাজ এক প্রকার দাঙ্গার দ্বারা সমাপ্ত হয় (১৬:২২-২৩)। পৌল ও তার সঙ্গীদের বেত্রাঘাত করা হয় ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। সেই কারাগারে থাকাকালীন একটি ভূমিকম্পের মাধ্যমে কারারক্ষকের নাটকীয়ভাবে মন-পরিবর্তন ঘটে। পরদিন সকালে পৌল ও সীল রোমীয় নাগরিকত্বের অধিকারী হওয়ায় বিনাবিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করার কারণে গোপনে গোপনে কারাগার থেকে ছাড়া পেতে অস্বীকার করে। তখন শাসনকর্তারা ভয়ে নিজেরা এসে তাদেরকে কারাগার থেকে বের করে দেন ও সেই নগর ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন।

তখন এই প্রচারকেরা থিষলনীকীর উদ্দেশে যাত্রা করে। থিষলনীকীতে যাবার জন্য তারা আম্ফিপলি ও অপল্লোনিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় (১৭:১), কিন্তু এই দুই স্থানে তারা সুসমাচার প্রচার করেছিল কি-না, তা উল্লেখ করা হয়নি। ধরা যেতে পারে যে, থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচার করতে ও মণ্ডলী স্থাপন করতে পৌল খুবই আগ্রহী ছিল। কারণ থিষলনীকী ছিল মাকিদনীয়া *(Macidonia)* প্রদেশের সবথেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর; এবং এই প্রদেশের রাজধানী। এর ইতিবাচক ভৌগলিক অবস্থানের কারণে শহরটি মাকিদনীয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথের সঙ্গে শহরটি যুক্ত ছিল।

থিষলনীকীতে উপস্থিত হয়ে পৌল তার মিশন কাজের কৌশল অবলম্বণ করে সেখানকার সমাজগৃহে যোগ দিয়েছিল ও শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিল (১৭:২)। সেখানে এই কাজ পৌল *"তিন বিশ্রামবার"* ধরে করেছিল। এইভাবে, তিন সপ্তাহ যাবৎ থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচার করার পর প্রেরিত ১৭ অধ্যায় অনুসারে, একটি দাঙ্গার মধ্য দিয়ে (৫-৯) থিষলনীকীতে পৌলের সুসমাচার প্রচার শেষ হয়। কিন্তু ১থিষ. ২:৭-১১ পদ পাঠ করার পর আমাদের মনে হয় যে, পৌল সেখানে অনেক কষ্ট করে তাদের মধ্যে কাজ করেছিল, যার জন্য হয়ত তার আরও বেশি সময় প্রয়োজন হয়েছিল। আবার, ফিলিপীয় ৪:১৬ পদে পৌল উল্লেখ করেছে যে, থিষলনীকীতে থাকাকালীন পৌল ফিলিপীয় মণ্ডলীর কাছ থেকে দু-বার উপহার পেয়েছিল। এর জন্য তিনটি সপ্তাহ, যা এক মাসেরও কম সময়, যথেষ্ট ছিল না বলে ধরা হয়ে থাকে। তাহলে, থিষলনীকীতে পৌল তিন সপ্তাহ না তার বেশি সময় পরিচর্যা করেছিল?

এই সমস্যার সমাধানে, ঈশতাত্ত্বিক শিক্ষকরা সাধারণত যে কথা বলে থাকেন, তা হল, প্রেরিত ১৭:২ পদে যে *"তিন বিশ্রামবারের"* কথা বলা হয়েছে, তা কেবল ইহূদীদের মধ্যে সমাজগৃহের মধ্যে পৌলের পরিচর্যাকে নির্দেশ করে থাকে। কিন্তু সমাজগৃহে পরিচর্যা করার পর, পৌল তার পরিচর্যাকাজ এই শহরের অন্যত্রও করেছিল, যার জন্য ছয় মাসের মতো সময় লেগেছিল বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু থিষলনীকীতে তিন সপ্তাহ যাবৎ পৌলের পরিচর্যাকে একেবারে উড়েয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, থিষলনীকীতে পৌলের পরিচর্যা ছিল ক্ষুদ্র-প্রচার অভিযানের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ১থিষলনীকীয় পাঠ করার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল যদিও তাদের সঙ্গে থাকার সময় তাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে, তথাপি তাদেরকে অনেক শিক্ষা পৌল দিতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, সেখানে পৌলের উপস্থিতি ১ মাসের থেকেও কম সময়ের হলেও, পরবর্তী সময়ে পৌল তাদের কাছে যেতে পারত। তৃতীয়ত, ফিলিপীয় ৪:১৬ পদে যে অভিব্যক্তি (*একবার বরং দুইবার*) ব্যবহার করা হয়েছে, তা ১থিষ. ২:১৮ পদেও ব্যবহার করা হয়েছে। এখন এই পদের অনুবাদ এমনও হতে পারে: *"(আমি যখন) থিষলনীকীতে ছিলাম, তখন যেমন; ঠিক তেমনই (আমি যখন অন্যত্র ছিলাম) তোমরা আমায় উপহার পাঠিয়েছিলে . . .।"* তা-ই, পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীতে কতকাল প্রচার অভিযান চালিয়েছিল, সে বিষয়ে আমরা স্পষ্ঠ করে বলতে পারি না। কিন্তু তা যে খুবই অল্প সময়ের জন্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অল্প সময়ের জন্য প্রচার করা হলেও, এখানে পৌলের প্রচার সার্থক হয়েছিল। প্রেরিত ১৭:২-৪ পদে বলা হয়েছে, *". . . (পৌল তাদের কাছে) শাস্ত্রের কথা প্রসঙ্গ করল, অর্থ বুঝিয়ে দিল, এবং দেখাল যে, খ্রীস্টের মৃত্যুভোগ ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান আবশ্যক ছিল; এবং এই যে যীশুকে পৌল প্রচার করছে, তিনিই সেই খ্রীস্ট। তাতে তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস করল, এবং পৌল ও সীলের সঙ্গে যোগ দিল; আর ভক্ত গ্রিকদের মধ্যে অনেক লোক ও অনেক স্ত্রীলোক তাদের সঙ্গে যোগ দিল।"* এ কথার অর্থ, মনপরিবর্তনকারীদের বেশিরভাগ লোক ছিল সেই সমস্ত পরজাতী, যারা সমাজগৃহের সঙ্গে কোনও-না-কোনওভাবে যুক্ত ছিল। এই সমস্ত লোকেরা বহুঈশ্বরবাদের সঙ্গে জড়িত নৈতিক অবক্ষয় এবং যুক্তিহীন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শিক্ষায় সন্তুষ্ট ছিল না। এ বিষয়ে উত্তমতর শিক্ষার খোঁজে তারা ইহূদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তাদের সমাজগৃহে তারা যোগ দেওয়া শুরু করেছিল। সর্বত্র এই সমস্ত লোকদের মধ্যেই খ্রীস্টধর্ম সবথেকে বেশি গৃহীত হয়েছিল।

যাইহোক, থিষলনীকীতে তাদের পরিচর্যাকাজ বন্ধ করতে সমাজগৃহের কতৃপক্ষ পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর জন্য তারা ***"বাজারের কয়েকজন দুষ্ট লোককে"*** সঙ্গে নিয়ে দাঙ্গা শুরু করে দেয় (১৭:৫)। তারা যাসোন নামে একজনের বাড়ীতে আক্রমণ চালায়; কারণ তারা আশা করেছিল যে তার ঘরে পৌল ও তার সঙ্গীরা আছে। কিন্তু তারা সেখানে না থাকায়, তারা যাসোন ও কয়েকজন খ্রীস্টবিশ্বাসীকে নগরাধ্যক্ষদের সামনে উপস্থিত করে। যাসোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তারা বলে: ***"এই যে লোকেরা জগৎসংসার লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে, . . . যাসোন তাদের আতিথ্য করেছে"*** (১৭:৬)। তারা আরও অভিযোগ জানায় যে, ***"এরা সকলে কৈসরের বিধিকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বলে, যীশু নামে আর একজন রাজা আছে"*** (১৭:৭)। ধরা যেতে পারে, মশীহ সম্বন্ধে ইহূদীদের চিন্তা, কিম্বা খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে প্রেরিতদের প্রচার থেকে তারা এমন চিন্তার অধিকারী হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগ ছিল খুবই গুরুতর, কিন্তু সেই অভিযোগের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি না থাকায়, নগরাধ্যক্ষরা যাসোন ও অন্যান্যদের কাছ থেকে যামিন নিয়ে তাদের ছেড়ে দিয়েছিল (১৭:৮-৯)। তখন থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা পৌল ও সীলকে রাতারাতি ***বিরয়া*** নামে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে পাঠিয়ে দেয়।

ফলস্বরূপ, পৌলের পরবর্তী প্রচারক্ষেত্র হয় বিরয়া। পৌল ও সীল এখানকার সমাজগৃহে প্রচার করে উপলব্ধি করল যে, এখানকার ইহূদীরা থিষলনীকীর মতো পক্ষপাতদুষ্ট নয়। বিরয়ার লোকেরা তাদের প্রচারিত বাক্য গ্রহণ করেছিল এবং শাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে তা তারা পরীক্ষা করত (১৭:১১)। ফলস্বরূপ, তাদের মধ্যে অনেকে ও সমাজগৃহে যাতায়াত ছিল এমন অনেক পরজাতী যীশুকে বিশ্বাস করেছিল (১৭:১২)। কিন্তু থিষলনীকীর ইহূদীরা যখন বিরয়াতে পৌলের প্রচারের কথা জানতে পারল, তখন তাদের মধ্যে কয়েকজন সেখানে এসেও লোকদের অস্থির করল। তখন বিশ্বাসীরা দেরী না করে পৌলকে আথীনীতে (এথেন্সে) পাঠিয়ে দিল, যদিও সীল ও তীমথিয় বিরয়াতে থেকে গিয়েছিল (১৭:১৪)। আথীনীতে পৌঁছে সবার আগে সীল ও তীমথিয়কে তাড়াতাড়ি আথীনীতে আসবার জন্য পৌল খবর পাঠায় (১৭:১৫)। কিন্তু তাদের আসবার আগেই প্রতীমাতে পূর্ণ আথীনী নগর দেখে পৌল সেখানকার সমাজগৃহে ও বাজারে প্রচার শুরু করে দেয় (১৭:১৬-১৭)। তার প্রচারিত সুসমাচারে বিশ্বাসের পথে আথীনীবাসীদের কাছে যীশুর পুনরুত্থানই সবথেকে বাধাস্বরূপ হয়।

প্রেরিত ১৮ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, পৌল আথীনী থেকে তার পরবর্তী প্রচার ক্ষেত্র করিন্থে উপস্থিত হয়। পৌল যখন করিন্থে উপস্থিত হয়েছিল, তখন মানসিক দিক থেকে তার নিরুৎসাহ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, পরপর তিনটি শহরে (ফিলিপী, থিষলনীকী ও বিরয়া) তার প্রচার যখন ফলপ্রসু হতে চলেছিল, তখন তার বিপক্ষরা দাঙ্গার দ্বারা তার প্রচার বন্ধ করেছে। আর তারপর পৌল যখন গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে উপস্থিত হয়েছিল, সেখানে সে উপহাসের পাত্র (১৭:৩২) হয়েছিল। পরে পৌল যখন করিন্থিয়দের উদ্দেশে চিঠি লিখেছিল, তখন তার করিন্থে উপস্থিত হওয়াকে পৌল এইভাবে বর্ণনা করেছিল: ***"আমি তোমাদের কাছে দুর্বলতা, ভয় ও মহাকম্পযুক্ত ছিলাম"*** (১করি. ২:৩)।

কিন্তু এর অল্প পরেই সীল ও তীমথিয় মাকিদনীয়া থেকে পৌলের কাছে করিন্থে এসে পৌঁছায় (১৮:৫ক) এবং সেখানকার বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে খবর দেয়। তারা পৌলকে এই খবর দিয়েছিল যে, বিভিন্ন সমস্যা বা তাড়না থাকা সত্ত্বেও নতুন বিশ্বাসীরা বিশ্বাসে স্থির আছে। এখন তাদের কাছ থেকে তার প্রচারের দ্বারা মনপরিবর্তনকারীদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার কথা শুনে পৌল উৎসাহিত হতে বাধ্য হয় (১৮:৫খ)। ফলস্বরূপ, করিন্থ থেকে পৌল যখন থিষলনীকীদের উদ্দেশে এই চিঠি লেখে, তখন সেই চিঠির মধ্যে পৌলের স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের চিন্তা ও আনন্দ থেকে এই চিঠি আত্মপ্রকাশ করেছে।

তীমথিয় ও সীলের মাধ্যমে পৌল থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের বিষয় যে সমস্ত খবর পেয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে পৌল থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রথম পত্র লিখেছে। তাদের বিষয় পৌল যে খবর পেয়েছিল, তা যদিও মূলত বিশ্বাসে তাদের অগ্রগতির কথা বলেছিল, তথাপি তাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে যে ভুল চিন্তা ছিল ও তারা বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করছিল, তা ১থিষ. পত্রের বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট। তাই, তাদের সংশোধন করতে ও উৎসাহিত করতে পৌল এই চিঠি লেখে। প্রেরিত ১৭ অধ্যায় ও ১থিষ. পত্র

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের উপর যে তাড়না চলছিল, তা মূলত শহরের ইহূদী লোকদের দ্বারাই সম্পাদিত হচ্ছিল। এই সমস্ত ইহূদীরা সেখানকার পরজাতী অধিবাসীদের কিছু পরিমাণ সমর্থন লাভে সমর্থ হলেও, প্রেরিতদের প্রচারে ইহূদীরাই ছিল সবথেকে বড় ক্রমাগত বাধা। পৌলের কাজে বাধা দিতে গিয়ে তারা পৌলের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেনি। ১থিষ ২:১৭খ পাঠ করে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌলের বিরুদ্ধে এই সমস্ত ইহূদীরা থিষলনীকীর বিশ্বাসীদেরকে এই মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল যে, থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রকৃত ভালোবাসা নেই (যদি থাকত, তাহলে পৌল অবশ্যই তাদের সঙ্গে দেখা করতে ফিরে আসত!); তাদের জন্য পৌলের কোনও চিন্তা নেই, পৌল কেবল নিজের স্বার্থ দেখেছে। সেই সময় দর্শন ও ধর্মের উপর বিভিন্ন ভ্রাম্যমান প্রচারকদের দেখা যেত; যারা তাদের অনুসরণকারীদের জয় করার দ্বারা তাদের জীবনোপায় লাভ করত। পৌলের বিপক্ষরা পৌলকেও তাদের একজন বলে প্রমাণ করার দ্বারা পৌল ও তার প্রচারিত সুসমাচারকে মুছে দিতে চেয়েছিল। তাই, পৌল এই পত্রে বারংবার তুলে ধরেছে যে, তাদের কাছে পৌলের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ; পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীদের কাছ থেকে সর্বদা উপহার গ্রহণে বিরত হয়েছে; নিজেরা কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে জীবনোপায় অর্জন করেছে। ***"তোমরা জান, আমরা কখনও চাটুবাদে কিম্বা লোভজনক ছলে লিপ্ত হই নাই"*** **(২:৫);** ***"যদিও খ্রীস্টের প্রেরিত বলে আমরা ভারস্বরূপ হলেও হতে পারতাম"*** (২:৬)।

থিষলনীকীতে পৌলের বিষয় ইহূদীদের দ্বারা অপপ্রচারের পাশাপাশি সেখানকার বিশ্বাসীদের উপর পরজাতিদের দ্বারাও তাড়না উপস্থিত হয়েছিল। এ বিষয়ে আমরা ১থিষ. ২:১৪-১৫ পদে দেখতে পাই। এই সমস্ত তাড়নার বিরুদ্ধেও বিশ্বাসে অটল থাকতে পৌল তাদের উৎসাহ দিতে এই পত্র লিখেছে।

এই সমস্ত বাহ্যিক চাপের পাশাপাশি সেখানে যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের মধ্যে ভুল ধারণা (***বিশ্বাসের ত্রুটি***, ৩:১০) ছিল। নতুন বিশ্বাসী হিসাবে বিশ্বাসের ভিত্তিমূলক সত্য সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় আগমন সংক্রান্ত মতবাদ তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। এ বিষয়ে আরও যে সমস্ত তথ্য তাদের জানার প্রয়োজন ছিল, পৌল তা এই পত্রের মাধ্যমে তাদের জানিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রাথমিক ধারণা ছিল যে যীশুর দ্বিতীয় আগমন অতি সন্নিকট এবং তারা সকলেই যীশুর দ্বিতীয় আগমনে যীশুর সঙ্গে স্বর্গে যাবে। কিন্তু তারা দেখতে পেয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ফলস্বরূপ, তাদের কাছে যে প্রশ্নটি খুবই গুরুত্ব পেয়েছে, তা হল, যীশুর দ্বিতীয় আগমনের দিনে মৃত বিশ্বাসীরা কি অংশগ্রহণে ব্যর্থ হবে? তাহলে, যীশুর ২য় আগমন সম্বন্ধে শিক্ষাটাই কি অবান্তর? তাদের এমন অশান্ত মনকে শান্ত করতে ও ২য় আগমন সম্বন্ধে সঠিক শিক্ষা দিতে পৌল এই চিঠি লিখেছে।

খ্রীস্টের ২য় আগমন সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকার ফলস্বরূপ, তাদের মধ্যে আরও একটি ভুল চিন্তা কাজ করেছিল, আর তা হল, যীশুর ২য় আগমন যেহেতু অতি সন্নিকট, সেইহেতু কাজ করার কোনও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, তাদের জীবন অন্যদের দয়ার দানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তারা নিজেরা অলসতায় চলতে শুরু করে। যদিও ২থিষ. পত্রে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট, তথাপি এর শুরু আমরা ১থিষ পত্রেই দেখতে পাই (১থিষ. ৪:১১-১২)। পৌল এই পত্রের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে ফেরাতে চেয়েছে।

আবার, যীশুর দ্বিতীয় আগমনের দিনক্ষণ সম্বন্ধে পূর্বে জানার সম্ভাবনার বিষয়ও তাদের মধ্যে ছিল সমূহ কৌতুহল। পৌল তাই বাধ্য হয়েছে, এই পত্রের মাধ্যমে তাদের এই কথা জানাতে যে, সেই দিনক্ষণ পূর্বে জানা সম্ভব নয় (১থিষ. ৫:১-৫)। আবার, মণ্ডলীতে বিশ্বাসীদের অধিক উৎসাহ মণ্ডলীর নেতাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করতে শুরু করেছিল, তাই পৌল তাদেরকে প্রেমে অধিক সমাদর করতে বলেছে (৫:১৩)। আবার, প্রথম শতাব্দীর গ্রিক শহর হবার কারণে, তাদের সামাজিক আচার আচরণে অনৈতিক যৌনজীবন খুব সাধারণ বিষয় ছিল। কিন্তু নতুন বিশ্বাসীরা শিক্ষা পেয়েছিল যে, খ্রীস্টে তাদের পৃথক জীবনযাত্রা হবে; তথাপি সামাজিক চাপ তাদেরকে পুরানো আচরণে ফিরে যেতে প্রলুব্ধ করেছিল। তাই, পৌল এই পত্রে তাদেরকে নৈতিক যৌনজীবনের জন্য উৎসাহিত করেছে (৪:৪-৮)। এই সমস্ত কারণে, পৌল এই পত্র লিখতে পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রেরণা পেয়েছে ও ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধ করেছে।

আজ যখন আমরা এই পত্র পাঠ করছি, তখন আমাদের বাহ্যিক পরিস্থিতি পৃথক হলেও, আভ্যন্তরীন বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তাদের মিল থাকায়, বিশেষ করে যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকায় পৌলের এই পত্র আজ একইভাবে আমাদের জীবনে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com